R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.WB/MSD/05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৭ বর্ষ
৩০শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৮শে অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৪১৭।
১৫ই ডিসেম্বর ২০১০ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

প্রিন্সিপ্যালের অপদার্থতায় জঙ্গিপুর কলেজে পাস কোর্সের রেজাল্ট তলানিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজে বর্তমানে প্রশাসন বলতে কিছু নেই। প্রায় শিক্ষক রুটিন মাফিক ক্লাস নেন না। অনেকেই নিজেদের সুবিধে মতো রুটিন পরিবর্তন করেন। এর জন্য ছাত্রদের হয়রান হতে হয়। পল সায়েন্সের প্রধান ইন্দ্রাণী ঘোষ এলোপাতাড়ি কামায়ের জন্য অনেক সময় পরপর তিনটে ক্লাসও নেন। সেখানে নাকি পাঠ্যসূচী মতো না পড়িয়ে নোট দিয়ে নিজের কর্তব্য শেষ করেন। এইভাবে ছাত্র নিধন যজ্ঞ চললেও প্রিন্সিপ্যালের মধ্যে এনিয়ে কোন হেলদোল নেই। আগে শিক্ষকদের হজিরা খাতা অধ্যক্ষের ঘরে থাকতো। বর্তমান প্রিন্সিপ্যাল ডঃ শুকরানার আমলে সে সব নিয়ম উঠে গেছে। এখন শিক্ষকদের ঘরেই হাজিরা খাতা থাকে। আগের প্রিন্সিপ্যালরা কোন্ ঘরে কোন্ শিক্ষক ক্লাস নিচ্ছেন, কোন্ ছাত্র ক্লাস কামাই করে বাইরে গল্প করছে সে সব পর্যবেক্ষণ করতেন। শিক্ষকরা ঠিক সময়ে হাজিরা না দিলে বা ক্লাসে না গেলে কৈফিয়ৎ নিতেন। এখন সে সব নিয়ম বাতিল করে শুধুমাত্র চাকরী রক্ষা করছেন প্রিন্সিপ্যাল বলে ছাত্রদের অভিযোগ। আরো অভিযোগ – এখানে পাসকোর্সের কোন ক্লাসই ঠিক মতো হয় না। ইংরাজী বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস চালু রাখতে ছাত্রদের শিক্ষকদের রুমে গিয়ে ধর্ণা দিতে হয়। ইংরাজী বা ভূগোলের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে মাসিক ৩০০ টাকা নেয়া হলেও উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক ঐ সব বিষয়ে নিয়োগ করা হয় নি। কলেজে দীর্ঘ সাত বছর ভূগোল চালু হলেও এখনও একজন পূর্ণ সময়ের (শেষ পাতায়)

পালাবদলের খেলায় কংগ্রেস – সিপিএমের ঢল তৃণমূলে

নিজস্ব সংবাদদাতা : দফরপুর মসজিদপাড়া এম.এস.কে স্কুল প্রাঙ্গণে গত ৫ ডিসেম্বর রঘুনাথগঞ্জ ব্লক-১ তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মিসভা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুব্রত সাহা, জেলার সাধারণ সম্পাদক সেখ মহঃ ফুরকান, জেলা তৃণমূলের যুব-সভাপতি উৎপল পাল প্রমুখ। সভায় সুব্রত সাহা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা কংগ্রেস ও সিপিএম কর্মীদের তৃণমূলে স্বাগত জানান। খড়িবোনা অঞ্চলের মোস্তাক ও হুমায়নের নেতৃত্বে প্রায় ২০০ কংগ্রেস-কর্মী, দফরপুর অঞ্চলের মেহেবুবের নেতৃত্বে ১৫০ জন কংগ্রেস ও সিপিএম কর্মী, জামুয়ার অঞ্চলের মনিরুলের নেতৃত্বে ১৫০ কংগ্রেস কর্মী, কানুপুর থেকে হুমায়ুন ও আব্বাসের নেতৃত্বে ১০০ কংগ্রেসকর্মী তৃণমূলে আশ্রয় নেন। তাছাড়া গত ২ ডিসেম্বর রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের কাশিয়াডাঙ্গা হাটপাড়া প্রাইমারী স্কুল সংলগ্ন তৃণমূল কংগ্রেসের পথসভায় সেখ মহঃ ফুরকান, রঘুনাথগঞ্জ-১ ও ২ সভাপতি তানজিলুর রহমান ও চয়ন সিংহরায়ের উপস্থিতিতে ঐ অঞ্চলের ১০১ নং বুথের উত্তম পাণ্ডের নেতৃত্বে সিপিএম ও কংগ্রেস থেকে ৫০ জন, ১০৩ নং বুথের জামসেদ সেখ ও ফানসুরের নেতৃত্বে আর.এস.পি-র ৩০০ কর্মি, ১০৫ নং বুথের নাসির সেখের নেতৃত্বে আর এসপির ১৫০ কর্মী, ১০৬ নং বুথের মাহামুদ সেখের নেতৃত্বে ৫০ জন কংগ্রেস কর্মী স্বেচ্ছায় তৃণমূল কংগেসে যোগ দেন।(শেষ পাতায়)

১০০ দিনের কাজে বিডিওর অনীহা

নিজস্ব সংবাদদাতা : সারগদীঘি ব্লকের নবাগত বিডিও কিছু কিছু ব্যাপারে প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিলেও ১০০ দিনের কাজ নিয়ে নানা গড়িমসি করছেন বলে অভিযোগ। যার ফলে ১০০ দিনের প্রকল্পে কোন কাজ নেই। এ দিকে ধান কাটা শেষ। ধান মারার কাজ শেষ হতে আর ২/১ সপ্তাহ লাগবে। পৌষ থেকে খরার ধান লাগানোও শুরু হবে। গত মরশুমে বর্ষা না হলেও বর্ষার অজুহাত দেখিয়ে ১০০ দিন প্রকল্পের অনেক কাজ অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে আছে। এই ব্লকের যিনি মনিটারিং এ্যাকসন কমিটিকে দিয়ে কাজ করান, তিনিও নাকি সপ্তাহে ২/৩ দিনের বেশী অফিসে আসেন না। আরও খবর, সাগরদীঘির কংগ্রেস নেতা সামসুল হোদা ঐ অঞ্চলের প্ল্যানগুলো বিডিওকে চাপ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেও বাকী সব ফাইল বন্দী।

তিনশো সমর্থক সিপিএম থেকে কংগ্রেসে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের সম্মতিনগর অঞ্চলের সিপিএম পার্টি সদস্য সাইফুদ্দিন সেখসহ প্রায় তিনশো সমর্থক গত সপ্তাহে কংগ্রেস দলে যোগ দিয়েছেন। নেতাদের নগ্ন পক্ষপাতিত্বের প্রতিবাদে এই দলত্যাগ বলে জানান রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মহঃ আখরুজ্জামান।

মুখোমুখী লরি সংঘর্ষে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : ৩৪ নং জাতীয় সড়কে গত ১২ ডিসেম্বর ভোর পাঁচটা নাগাদ ফরাক্কা থানায় জিগরি মোড়ে দুটো মালবাহী লরির কুয়াশার মধ্যে মুখোমুখী সংঘর্ষ হয়। দুটো লরির ড্রাইভার গুরুতর আহত হয়ে ঘটনাস্থলে একজন মারা যান। অন্য জনকে আশংকাজনক অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকাই, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৪১৭

মশকের শক্

বিগত দুই দশক কি তাহারও বেশী সময় ধরিয়া 'মাথুরের' পালা গাহিয়া প্রোষিত ভর্ত্তৃকা মশকী অথবা প্রোষিত ভার্য মশক নিরানন্দে দীর্ঘকাল যাপনান্তে 'হমারী দুখের নাহিক ওর' – দিনশেষে পুনরায় আপন আপন ডেরায় আসিয়াছে। 'মশকায় ধূমঃ' – মশক বিতারণের প্রাচীন পদ্ধতির স্থলে অর্বাচীনকালে 'মশকায় নানাবিধানি রাসায়নিকদ্রব্যাণি'র প্রয়োগে রক্তপিপাসু এই সন্ধিপদ প্রাণিগণ বহুদিন ধরিয়া হয়ত আত্মগোপন করিয়া 'ইমমিউনড্' হইবার কঠিন তপশ্চর্যায় রত ছিল। সে সাধনায় তাহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে বৈকি ! সেইজন্যই দেখিতেছি, ইহারা পরিবার পরিকল্পনার কঠোর বিধিনিষেধে ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া নন্দিনীনন্দনকুল চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়াইয়া বিলকুল আকুল করিয়া তুলিতেছে এই রাজ্যবাসীদের। (অস্যার্থঃ পশ্চিমবঙ্গে আবার মশকের অভিযান ও আক্রমণ তীব্রভাবে দিবাপ্রাতঃ-নিশা নির্বিচারে। কর্মীরা কর্মস্থলে বিব্রত। নাগরিকদের ভোগান্তির অন্ত নাই স্বগৃহে। পড়ুয়ারা বিপর্যস্ত পঠনকালে। মনে হয় অক্ষৌহিণী পর্যায়ে মশকসেনা হানা দিয়াছে গ্রামে-গঞ্জে-শহরে।

এখন অমুক স্থানের মশা বিখ্যাত বলিবার উপায় নাই। তাহারা সর্বত্র পরিব্যপ্ত। আবদ্ধ এঁদো-পচা জল বা জলাশয় না থাকিলেও তাহারা হাজির হইতেছে। হয়ত গতির যুগে কোন উপায় উদ্ভাবন করিয়া তাহারা এই দুর্গতি আনিয়াছে। কিন্তু এমন রক্তের সন্ধানে বেপরোয়া ভাব কেন ? তবে কি তাহারাও আমাদের পন্থা অনুসরণ করিয়া ব্লাডব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছে কোন বৃহত্তর স্বার্থে ? কমলাকান্তের ন্যায় দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইলে সবিশেষ বুঝা যাইত।

মশক নিবারণের জন্য আবার তৎপর হইবার সময় আসিয়াছে। শীতের বিশেষ প্রভাব পড়িলেও মশার উপদ্রব কমে নাই। অন্যদিকে পুরসভার নালা-নর্দমাগুলি সুষ্ঠু দেখভালের অভাবে পূতিগন্ধে মাতিয়া উঠিতেছে। তেমনি মশকের প্রজনন ক্ষেত্রও হইয়া উঠিয়াছে। যাহার ফলে মশকের বংশ বিস্তার ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। পুরসভা এই দিকে একটু নজর দিলে ভাল হয়। মশকের অত্যাচারে পুরবাসীরা ঘরে-বাহিরে বিশেষভাবে নাস্তানাবুদ হইয়া পড়িতেছেন। ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হইবার সম্ভবনাও কমে নহে।

ঋণং কৃত্বা

— অনুপ ঘোষাল

এই অধমের ধার করতে বুক কাঁপে। পৃথিবীর কেউ আমার কাছে এক পয়সা পাবে না। এ আমার বড় আনন্দ। যুধিষ্ঠির বলে গেছেন, অপ্রবাসী অরিণীর মত সুখী নেই। যুগ বদলে গেছে। আধুনিক সংজ্ঞায় আমি একটি আহাম্মক। এখন ক্রেডিট কার্ডের যুগ। যার যত ধার তার তত ক্রেসিড। যেখানে ইচ্ছে ঘুরে বেড়ান, কার্ড দেখিয়ে দেদার খরচ করুন। আয় দিয়ে ব্যয়কে সামলাতে না পারলে একটা ফর্মে নিজের সইটা শুধু ঠুকে দিন। সঙ্গে জুড়ে দিন আয়করের ফর্ম নম্বর ষোল বা স্যালারি সার্টিফিকেট। আর এমপ্লয়ারের নো-অবজেকসান সার্টিফিকেট। ব্যস, লোন্ স্যাংসান্ড্। ফ্রিজ, টিভি, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, ওয়াসিং মেসিন এমনকি টু হুইলার ফোরহুইলার পর্যন্ত বাড়ি পৌঁছে যাবে। অর্থলগ্নি সংস্থাগুলো ধার দেবার জন্য ঘাড় ধরে অফিসে ঢুকিয়ে নিচ্ছে মক্কেলকে, টাকা নিয়ে উদ্ধার করুন স্যার।

আগে একটা বাড়ি করবার জন্য বাতিকগ্রস্ত বাঙালিকে ব্যাংকের দরজায় দরজায় ঘুরে জুতোর শুকতলা খুইয়ে ফেলতে হত। এখন ধার নিন ধার নিন করে পেপারে পাতা জোড়া বিজ্ঞাপন। একটা টেলিফোন করলেই দেনেবালা বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে। যুধিষ্ঠিরের কাল ফুরিয়ে এখন চার্বাকের পালা।

চার্বাক বলছেন – চর্বচোষ্য খান, কিন্তু ধার করে। মার কাছে হাত পেতে চেয়ে নেয়ার চেয়ে বাড়ির বয়াম থেকে চুরি করে আচার খাওয়ার স্বাদ যেমন চোখা, তেমনি রোজগারের টাকায় মণ্ডামেঠাই, সাঁটানোর থেকে ধার করে ভূড়িভোজের মেজাজটাই আলাদা। আধুনিক অর্থনীতি চার্বাককে সেলাম করে বলছে, ঋণেঋণে জর্জরিত হয়ে থাকুক মানুষ। কোটি কোটি টাকা ব্যাঙ্ক থেকে লোন্ নিয়ে নিজেকে দেউলিয়া ঘোষনা করার মত ক্রেডিট কিছুতে নেই। সরকারই হয়তো আরো কয়েক কোটি লোন্ দিয়ে আপনাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসবে। এবং সেই নব্যপ্রাপ্ত টাকা থেকে এক কিস্তি পুরনো লোন্ শোধ করলে মহানুভব হিসাবে কাগজে আপনার ছবি বেরোবে। আমার মত আহাম্মককে কানে ধরে সেই অনুষ্ঠানের রিপোর্ট দেখানো হবে দূরদর্শনের পর্দায়। ধার করে বারকয়েক গণেশ উল্টে না দিলে ব্যবসায়ীরা কারুকে জাতেই তোলে না।

ধার একটা নেশার মত। একবার যদি মনের দোনামোনা ভাব কিংবা চক্ষুলজ্জা ছুঁড়ে ফেলে ধারের দুনিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন মার দিয়া কেল্লা ! ছোটোখাটো ধার নেবেন না, ছিঃ। মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার। কারখানা খুলব বলে জমিটা মর্টগেজ করিয়ে মোটা টাকা লোন্ নিয়ে চেপে বসে যান। কিস্তি শোধের নামগন্ধ না করে কাঁদুনে গেয়ে দিন, ব্যবসা লাটের দোরগোড়ায়। যেটুকু প্রোডাকসায শুরু হয়েছিল বন্ধ করে দিন। শ্রমিক নেতাকে হাত করে গেটে জুড়ে দিন হল্লা। লক্আউট ঘোষণা করে নিশ্চিন্ত। প্রথমে সাবসিডি, অতঃপর বি এফ আই আর। তাতেও সামলানো না গেলে কারখানাটাকে ব্যাংকের ডাকে নিলামে ভাগ্নের নামে তুলে দিন। সাজানো নিলাম। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে ফিরে এলো। টাকা রইল আপনি তো দেউলিয়া ব্যবসা চালাতে লাগলেন নিশ্চিন্তে। শিল্পমন্ত্রী হেঁকে দিলেন পেপারে, 'রাজ্যের পরিস্থিতি শিল্পের বড় অনুকূল। আমাদের প্রগতিশীল সরকার আরো একটা বন্ধ কারখানার তালা খুলে দিল। ইন্কিলাব জিন্দাবাদ।

বড় ধার না নিয়ে একটু বুদ্ধি খাটিয়ে ছোট ধারেও দিব্যি যশ করা সম্ভব। নিজের প্রাথমিক পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি নিয়ে পাঁচজনের কাছে কিছু কিছু ধার নিয়ে ফেলুন। শোধ করবার নির্দিষ্ট দিন দিয়ে দিন। সেই দিনের আগে আরও দশজনের কাছে ঠিক দিনে ফেরত দেব বলে পুনরায় প্রয়োজনের পাঁচ গুণ টাকা নিয়ে আসুন। আগের পাঁচ জনকে ঠিক সময়ে শোধ দিন, গুড্ উইল্ তৈরি করুন। পরে ওঁদের কাছেই আবার হয়তো আসতে হবে। তারপর দশ জনের ধার শোধ করতে কুড়ি জনের কাছে যান। ধার শোধ করার সুখ্যাতি ততদিনে আপনার বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। পড়ুক। ইধারকা মাল উধার করে জীবন বইয়ে দিন নিশ্চিন্তে।

শুধু টাকা তো নয়, বুদ্ধিও ধার নিতে হয়। দিতেও হয়। এখন বিশ্বায়নের যুগে দেশবিদেশ জুড়ে টেক্নোলজি বা নো-হাউ আমদানি-রপ্তানির হিড়িক চলছে। এ সবই বুদ্ধি ধার দেয়নেয়ার খেলা। তেমন ঘোড়েল রাষ্ট্র এক দেশ থেকে বুদ্ধি এনে একটু ঘষেমেজে অন্য পাঁচটা দেশে পাচার করে দিব্যি ফয়দা লুটছে। এমন বুদ্ধির কারবারিদের তেমন এলেম থাকা দরকার।

আমি ধার করি না বলছিলাম। একটু ভুল হয়ে গেছে। কার। তবে টাকা পয়সা নয়, এই বুদ্ধি। ঈশ্বর ছোটোবেলা থেকেই এই বুদ্ধিসুদ্ধির ব্যাপারে আমাকে একটু মেরে রেখেছেন। কোন বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। যে কাজটা করি, পরে ভুল প্রমাণিত হয়। আমার বিদূষি সহধর্মিণী বলেন, লেখকদের ঘটে বুদ্ধি একটু কমই থাকে ; আবেগে টলমল মগজে বাস্তববুদ্ধি ঠাঁই পায় না। তাই আমি নির্বিবাদে বউ-এর বুদ্ধিতে চলি। এবং পরিবারে অশান্তি হয় না কখনও। বাড়তি লাভ পাড়ায় স্ত্রৈন হিসাবে আমার বেশ সুনাম ছড়িয়েছে।

তবে বুদ্ধি ধার দিতে হয় মেপে। নিজের ঘট উজার করে বুদ্ধি বিলোলে পরিণাম কেমন হয় সেই গল্প দিয়ে শেষ করি। পট্কা নামে এক দুর্ধর্ষ খুনে তার সাগরেদ বাহিনী তৈরি করেছিল। মার্ডার স্কোয়াড। যেখানে যেমন খুনখারাবির দরকার নির্দিষ্ট ফিস্ নিয়ে কাজ হাসিল করা তাদের কাজ। এখন পটকা তো নিজে অ্যাকসানে যায়

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

শৌচাগার নির্মাণ আবশ্যক

শতাব্দী প্রাচীন জঙ্গিপুর পৌরসভার কাজের পরিসংখ্যান অনেকটাই ভাল একথা মেনে নিয়েও বলতে হচ্ছে শহরের দু'এক জায়গায় শৌচাগার থাকলেও যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ বা পরিস্কারের অভাবে লোকজনেরা সেখানে ঢুকতে পারেন না। ফলে বাধ্য হয়ে যত্রতত্র মূত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছেন। এতে রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা বেড়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন ষ্টেট ব্যাংক, এল.আই.সি. ও রেজিষ্ট্রী অফিসে কাজ করতে আসা লোকজনদের জন্য শৌচাগারের নির্মাণ ব্যবস্থা প্রয়োজন। জঙ্গিপুরের নাগরিক হিসেবে পৌরসভার কাছে এই অনুরোধ রাখছি।

শান্তনু রায়, রঘুনাথগঞ্জ

বিজ্ঞপ্তি

আমি নিমাইচন্দ্র বড়াল, পিতা ঁনলিনাক্ষ্য বড়াল, সাং-রঘুনাথগঞ্জ (ফাঁড়ির নিকট), থানা ও পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ। এতদ্বারা প্রচার করিতেছি যে, গত ইং ৯/৯/২০১০ তারিখে সাগরদিঘী এস.ডি.এস.আর অফিসে Book-IV 6 for 2010 নং আমমোক্তারনামা রেজিষ্ট্রী করিয়া রঘুনাথগঞ্জ নিবাসী সনৎকুমার ঘোষকে যে আমমোক্তার নিয়োগ করিয়াছিলাম তাহা বর্ত্তমানে প্রয়োজন বোধ না করায় গত ইং ১৫/১১/২০১০ তারিখে জঙ্গীপুর এ.ডি.এস.আর অফিসে Book-IV 258 for 2010 নং আমমোক্তার রহিত করণ পত্র সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রী করিয়া পূর্বোক্ত আমমোক্তার রদ ও রহিত করিলাম এবং তাহা যথারীতি সনৎকুমার ঘোষকে রেজিষ্ট্রী চিঠি দ্বারা (Date-20.11.2010) অবহিত করা হইয়াছে।

স্বাক্ষর/- নিমাইচন্দ্র বড়াল, রঘুনাথগঞ্জ

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, জঙ্গীপুর এস.ডি.এস. অফিসের Book-IV 271 for 2010 মূলে জয়রামপুর মণ্ডলপাড়া, পোঃ জঙ্গীপুর নিবাসী রফিকুল ইসলাম ও ফিরোজ আনসারীকে আমাদের পক্ষে বৈধ আমমোক্তার নিয়োগ করিয়াছিলাম। বর্তমানে তাহার প্রয়োজন না থাকায় গত ইং-৬/১২/২০১০ তারিখে উক্ত জঙ্গীপুর অফিসে Book-IV 272 for 2010 নং আমমোক্তার রহিত করণ পত্র মূলে তাহা রদ ও রহিত করিলাম।

স্বাক্ষর /- (টিপ সহি)
আঙ্গুরী বিবি, সাং-জয়রামপুর, পোঃ-জঙ্গীপুর, তাং-৭/১২/২০১০
গোলেনুর বেওয়া, সাং-গোফুরপুর জিদ্দিপাড়া, পোঃ-জঙ্গীপুর, তাং-৭/১২/১০

ঋণং কৃত্বা

(১ম পাতার পর)

না। অ্যাসিট্যান্ট দিয়ে কাজ সারে। শুদু কমিশনটা তার, ফিফ্‌টি পার্সেন্ট। খট্‌কা তার প্রিয় সাগরেদ। হাতে কলমে কাজ শিখিয়ে বড় করেছে। মন্ত্রীসভায় দুনম্বরের মত। তার বড় ইচ্ছে, সেও বস-এর মত কমিশন খায়। পট্‌কাই তাঁকে খুনের খুঁটিনাটির তালিম দিয়েছে। কী করে অল্প রক্তপাতে মার্ডার করতে হয়, শুধু থুতনির নিচে ফুস করে এয়ারপাইটা চিরে ওপেন করে দিলেই খেল্ খতম। পিস্তল বুকের বাঁদিকে ঠিক কোন্ জায়গায় চেপে ট্রিগার টিপলে বাছাধন ডাইরেক্ট পরপারে পৌঁছে যাবে। এবং শেষ বুদ্ধি দিয়েছিল, ছোট বড় যে কোন মার্ডার পুলিশকে আগে জানিয়ে তবে সারতে হবে। তাহলে কাজ করে টেনসান থাকে না। তো, একটা কাজের জন্য যেই খট্‌কাকে অ্যাডভান্সের বান্ডিল এবং পিস্তলটা তার হাতে তুলে দিয়েছে, সে বসের বুকের বাঁদিকটা তাক করে এগিয়ে গেল। পট্‌কা ভাবল ট্রায়াল দিচ্ছে। হাসল। বলল, 'ঠিক আছে।' গুড়ুম্ করে গুলি বোরোতেই লটকে পড়তে পড়তে পটকা চেঁচাল, 'পুলিশ পুলিশ !' খট্‌কা বলল, 'লাভ নেই বস্' পুলিশকে ফিট্ করে রেখেছি। আধ ঘন্টা পরে লাশ তুলে নিয়ে যাবে। বুদ্ধিটা ধার নিয়েছিলুম, গুলিতে শোধ দিয়ে দিলুম। বাই।'

বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, আম আদমী বীমা
সামাজিক সুরক্ষায় সদাসতর্ক

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের সমান সমান আর্থিক সহযোগিতায় যৌথ উদ্যোগে আমাদের রাজ্যে তিনটি বিশেষ প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে –

১) বিধবা পেনশন প্রকল্প :

ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বিধবা ভাতা প্রকল্প রাজ্যে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী ৪০ – ৬৪ বছর বয়সী বিধবা মহিলাদের জন্য। মাসে ৪০০ (চারশত) টাকা পেনশন পাওয়া যায়। ২০০ টাকা দেবে রাজ্য সরকার, বাকি ২০০ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার।

গ্রাম এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েত ও শহর এলাকায় পৌরসভা এর তালিকা তৈরী করবে। উপকৃত হবেন ৩ লক্ষ গরীব মহিলা।

২) প্রতিবন্ধী পেনশন প্রকল্প :

ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় প্রতিবন্ধী পেনশন প্রকল্পে ১৮ – ৬৪ বছর বয়সী প্রতিবন্ধীরা (নিয়ম অনুসারে যোগ্য) প্রতি মাসে ৪০০ (চারশত) টাকা পেনশন পাবেন। ২০০ টাকা দেবে রাজ্য সরকার, ২০০ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার। গ্রাম এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েত ও শহর এলাকায় পৌরসভা এর তালিকা তৈরীর কাজ করবে। উপকৃত হবেন ১.৫ লক্ষ মানুষ।

৩) আম আদমী বীমা প্রকল্প :

রাজ্যের সমস্ত ভূমিহীন ক্ষেতমজুর (নিয়মানুসারে নির্দিষ্ট) এই প্রকল্পে সুযোগ পাবেন। বয়স সীমা ১৮ থেকে ৫৯ বছর। মাথাপিছু এককালীন ২০০ (দুইশত) টাকা প্রিমিয়াম দিতে হবে। যার ১০০ টাকা দেবে রাজ্য সরকার ও ১০০ টাকা দেবে কেন্দ্রীয় সরকার।

স্বাভাবিক মৃত্যু হলে মনোনীত ব্যক্তি পাবেন ৩০ হাজার টাকা। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে ৭৫ হাজার টাকা। দুর্ঘটনায় স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে পড়লে ৭৫ হাজার টাকা ও আংশিক অক্ষম হলে ৩৭ হাজার ৫০০ টাকা।

এছাড়াও যাদের বাড়ীতে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়া ছাত্র-ছাত্রী আছে তারা প্রতি মাসে ১০০ টাকা করে ২ জনের জন্য স্কলারশিপ পাবে। এই প্রকল্পে উপকৃত হবেন ৯ লক্ষ ভূমিহীন ক্ষেতমজুর।

তিন প্রকল্পে উপকৃত মানুষের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ১৩ লক্ষ। রাজ্য সরকারের আনুমানিক খরচ বছরে প্রায় ১৩০ কোটি টাকা।

আবেদন করুন নির্দিষ্ট ফর্মে

ব্যাঙ্ক ও পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে এই প্রকল্প রূপায়িত হবে।

প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, পৌরপ্রধান, বিডিও এবং এস.ডি.ও-র সঙ্গে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
আপনার সরকার আপনার পাশে

স্মারক নং ১২৯২ (২২) তথ্য/মুর্শিঃ তাং-২৪/১১/১০

সাগরদীঘিতে বামফ্রন্টের জনসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার মতো সাগরদীঘি হাই স্কুল মাঠে গত ৫ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি, রাজ্যে খুন, সন্ত্রাস, ও.বি.সি, এস.সি, এস.টি সার্টিফিকেট নিয়ে দুর্নীতি ইত্যাদির প্রতিবাদে বামফ্রন্টের এক বিশাল জনসভা হয়। ওখানে বক্তব্য রাখেন নৃপেন চৌধুরী, আনিসুর রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

শিক্ষাব্রতীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক নিরঞ্জন দাস (৮৩) গত ১১ ডিসেম্বর তাঁর রঘুনাথগঞ্জ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। কর্তব্য পরায়ণ ও মিষ্টভাষী নিরঞ্জন বাবু একজন ছাত্রদরদী শিক্ষক ছিলেন।

হাসপাতাল সুপারের কাছে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : ষ্টেট গভঃ এমপ্লয়িজ ফেডারেশন, জঙ্গিপুর শাখার পক্ষ থেকে গত ৩০ নভেম্বর জঙ্গিপুর হাসপাতালের সুপারের কাছে বেশ কিছু দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে ডেপুটেশন দেয়া হয়। উল্লেখযোগ্য দাবীর মধ্যে আছে – ১) আউটডোরে ঠিক সময়ে ডাক্তারদের বসতে হবে। ২) মেল ও ফিমেল ওয়ার্ডের পাশে সাব ষ্টোর রুম রাখতে হবে। ৩) রোগীদের খাবারের চার্ট প্রকাশ্যে টাঙ্গাতে হবে এবং নিম্নমানের খাবার সরবরাহ বন্ধ করতে হবে। ৪) হাসপাতালের কোয়ার্টার ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে। ৫) হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগের দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে ইত্যাদি।

MURSHIDABAD COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

Banjetia, Berhampore, Murshidabad.

Notice Inviting Tender

Sealed Tenders are invited from the bonafied resourceful and experience contractors, companies, agencies, venders having experience in the matter of supply and .installation of water supply machine for removal of Arsenic, Iron & Bacteria and other impurities present in the ground level water in the Murshidabad College of Engineering & Technology complex and have the credential of successful completion of similar type of work.

1) Name of the work : Supply and installation of water supply machine, "SAJAL DHAR" scheme at MCET complex. water supply machine for removal of Arsenic, Iron & Bacteria and other impurities present in the ground level water.
2) Estimated cost : Rs.5,06,286/-(including cost of machine equipment and Labour charge etc.)
3)Time for completion : 30 days
4) Earnest money : Rs.10,000/- by Demand draft in favour of Murshidabad College of Engineering &Technology payable at Berharnpore.
5) Sale of Schedule form and other document : From the date of publication of Tender Notice upto 3.OO p.m.
6) Last date of time for receiving the Tender : 20.12.10
7) Date of opening Tender : 22.12.10

The Tender in sealed cover should be super scribed as :SAJAL DHAR" scheme at Murshidabad College of Engineering & Technology and addressed to Principal; MCET, P.O. Cossimbazar Raj, Berhampore, Dist. Murshidabad.

The authority reserved the right to accept any Tender or reject any Tenders without assigning any reason thereof.

Principal, MCET

Memo No.649/En/I-2/10 Date-4/12/10

পালাবদলের খেলায় কংগ্রেস – (১ম পাতার পর)

উল্লেখিত কর্মী সভায় তৃণমূল জোট সঙ্গি এস.ইউ.সির নেতা নাসিরুদ্দিন মির্জা বলেন, তৃণমূল জোটকে সিপিএম উৎখাত করার চেষ্টা করছে। আপনারা জোটকে চোখের মণির মতো রক্ষা করুন। উৎপল পাল বলেন, মানুষকে ভূতে ধরলে ওঝা যেমন ঝাঁটা পেটায় করে ভূত তারাই। ভূত পালাবার আগে কোন গাছের ডাল ভেঙে আনতে বলে, ভূত পালিয়ে যায়, ডাল পড়ে থাকে। সেইরূপ সিপিএম পশ্চিমবঙ্গ থেকে পালানোর আগে বিরোধীদের পুলিশ ও হার্মাদবাহিনী দিয়ে পেটায় করিয়ে একটা 'ত্রাস' ইতিহাসের পাতায় রেখে পালিয়ে যাবে। সুব্রত সাহা বলেন, ভারতীয়রা বৃটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা পেয়েছিল, সেইরূপ পশ্চিমবঙ্গবাসী বামেদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ওদের উৎখাত করুন। এ জোট হলে ২৫০টি আসন, আর জোট না হলেও আমরাই সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাবো। তিনি আরও বলেন, মুর্শিদাবাদে যে কটি বিধানসভা আছে, জঙ্গীপুরসহ বেশ কয়েকটি আসন আমরা পাবই।

প্রিন্সিপ্যালের অপদার্থতায় জঙ্গিপুর কলেজে (১ম পাতার পর)

শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি। ইংরাজী বা দর্শনে অনার্স চালু আছে পূর্ণ সময়ের একজন শিক্ষক নিয়ে। এই ডামাডোলের পুরো সুযোগ নিচ্ছেন নবাগত কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকা। কলেজে পাস কোর্সের রেজাল্ট তলানিতে ঠেকলেও সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে অনার্সের রেজাল্ট নিয়ে এরা হৈ চৈ করেন বলে অভিভাবকদের অভিযোগ।

উৎসবে, পার্বণে সাজাব আমরা

❖ রেডিমেড ও অর্ডার মতো সোনার গহনা নির্মাণ।
❖ সমস্ত রকম গ্রহরত্ন পাওয়া যায়।
❖ পণ্ডিত জ্যোতিষমণ্ডলীদ্বারা পরিচালিত আমাদের জ্যোতিষ বিভাগ।
❖ মনের মতো মুক্তার গহনা ও রাজস্থানের পাথরের গহনা পাওয়া যায়।
❖ K.D.M. Soldering সোনার গহনা আমাদের নিজস্ব শিল্পীদ্বারা তৈরী করি।
❖ আমাদের জ্যোতিষ বিভাগে বসছেন –
অধ্যাপক শ্রীগৌরমোহন শাস্ত্রী
শ্রীরাজেন মিশ্র

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার

হরিদাসনগর, রঘুনাথগঞ্জ কোর্ট মোড়
SBI এর কাছে, মুর্শিদাবাদ PH.: 03483-266345

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।